একুশ মানে : বাংলা বলার প্রতিশ্রুতি
একুশ মানে : বাড়িয়ে দেয়া বন্ধুত্বের হাত
একুশ মানে : সত্য জয়ের অধিকার
একুশ মানে : সরাসরি কথা বলা
একুশ মানে : দেশের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা
একুশ মানে : নন্দিত মনের সুন্দর ভুবন

একুশ নিউজ মিডিয়া
Ekush News Media
6362-302 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028
(818) 266 7539 / (213) 925 4652 / Fax (877) 226-4524

হলিউডের বাংলা পত্রিকা
একুশ
www.ekush.info

এদেশে যারা ছোটখাটো ব্যবসা করার কথা ভাবছেন;

আজকের লেখাটি তাদের জন্য

বিস্তারিত ভেতরের পাতায়

আরকার কলাম

এদেশে যারা ছোটখাটো ব্যবসা করার কথা ভাবছেন; একা অথবা ছোট্ট পরিবার; সামান্য পুঁজি; প্রাথমিক ব্যবসা জ্ঞান এবং নিজ উদ্যোগের উপর নির্ভর করে কিছু করবেন; তাদের ভাবনায় অংশগ্রহণ ও সাধারণ তথ্য প্রদানই এ লেখাটির উদ্দেশ্য।
ক্ষুদ্র ব্যবসা বা Small Business-এর ব্যাপারে এদেশের সকল কর্তৃপক্ষই প্রচুর সাহায্য করে।

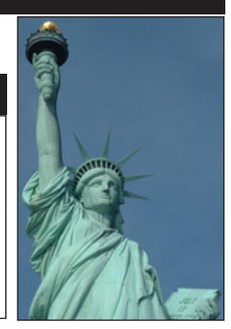

Ekush (Bengali Community Newspaper) Hollywood, California, USA ▲ Volume 02, Issue 05, May 16, 2007 ▲ www.ekush.info ▲ ১৬ মে ২০০৭ বুধবার ▲ ২৮ রবিউস সানি ১৪২৮ ▲ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪

প্রথম কলাম

প্রবাসে বর্ষবরণ

সৈয়দ এম হোসেন বাবু

আবহমানকাল থেকেই বর্ষবরণের উৎসব পালিত হচ্ছে বাংলাদেশে। শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সব মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই নববর্ষ পালনের রীতি প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রিস, মিসর, রোম ও পারস্যে নববর্ষ পালনের রীতি প্রচালিত ছিল। চীন ও জাপানে নববর্ষ পালন করা হতো জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে। এখনো চীন ও জাপানে নববর্ষ উদযাপন দেখার মতো এক উৎসব। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বর্ষবরণ উৎসব। হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে এ উৎসব। এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বহু লোকাচার। এ সময় চৈত্র সংক্রান্তির গায়ে উত্তরবঙ্গে বসে গজলের গানের আসর আর শিবের গীতির আসর। নববর্ষে হালখাতার রেওয়াজ প্রচলিত আছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এ দিনে ব্যবসায়ীরা নতুন হিসাবের খাতা খুলেন এবং সেই সঙ্গে মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করেন গ্রাহক, ক্রেতাদের। এমনই বহু লোকাচার ঋদ্ধ হয়েছে এ দেশের বর্ষবরণের উৎসব। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মুছে ফেলতে তৎপর হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশবাসীর কাছে নববর্ষ পরিণত হয় জাতীয় উৎসব। এই উৎসবের সঙ্গে একাত্ম না হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ উৎসবে বাঙালি জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কবিতার দুলাইন সত্য প্রমাণিত হয় এই দিনে। 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুশুম হিন্দু মুসলমান'। হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ মিলিত বাঙালি জাতির জন্য দিনটি নিরস্কুশ আনন্দের দিন। কিন্তু গত ২০০১ সালে এই দিনটিতে জাতির ইতিহাসে রচিত হয়েছিল এক শোকের অধ্যায়। রমনার বটমূলের ঘৃণিত বোমা হামলায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে অমূল্য কিছু তাজা প্রাণ। এই নৃশংস ঘটনার নেপথ্য চক্রান্তকারীদের জন্য সমগ্র বাঙালি জাতি ঘৃণা পোষণ করবে আজীবন, এর জন্য মৃত্যুদণ্ডও কম। যতো চক্রান্তই করা হোক না কেন, হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতি যে উৎসব লালন করেছে তার অন্তরে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে উৎসব পালন করেছে ঐকান্তিক আবেগে, সে উৎসবকে এই ভূখণ্ড থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে না কোনোদিনই। বাঙালির মনে বর্ষবরণ প্রোথিত হয়ে আছে শক্ত ভিত্তিমূলে। তা সে বাঙালি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে। মাতৃভূমি থেকে হাজার মাইল দূরে থাকলেও বাঙালির মন কিন্তু ঠিকই পড়ে থাকে দেশের মাটির গন্ধ নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে। দেশের মাটিতে যে কোনো উৎসব-পার্বনে যোগ দেওয়া বাঙালির জন্য তেমন কোনো কষ্ঠসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু দেশের বাইরে এমন ধরনের অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে পালন করা দুরুহ হয়ে পড়ে। কি পরিমাণ ধকল যে পোহাতে হয় তা বলে বোঝানো যাবে না, কেবল তারাই জানে যারা প্রবাসে বসবাস করে। বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ পালনের জন্য আছে বাংলাদেশে সরকারি ছুটি, কিন্তু বিদেশ-বিভুয়ে? না, এখানে ইংরেজি নববর্ষ ছাড়া অন্য কোনো জাতির নববর্ষের ছুটিছাটা নেই। কিন্তু ছুটি না থাকলে কি হবে? ইচ্ছা থাকলেই যে, সব কিছুই বাঙালির দ্বারা সম্ভব তারই ..পৃ..২

ছবি: একুশ
বাংলা পাঠশালা লস এঞ্জেলেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম হোসেন বাবু

ছবি: একুশ
বর্ষবরণ উৎসবে কনসাল জেনারেল মোঃ আবু জাফর

আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করোনা.....

লস এঞ্জেলেসে মে দিবসের প্রতিবাদ

লস এঞ্জেলেস ম্যাকআর্থার পার্কে মে দিবসের প্রতিবাদ সভায় বাংলাদেশীদের সরব অংশগ্রহণ। ছবি–একুশ

মে দিবসের প্রতিবাদ সভায় সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ। ছবি–একুশ

দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে সরকার মনে হয় থমকে গেছেঃ হাসিনা

খালেদার বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্তে হাসিনা উৎকণ্ঠায়

আবুল বাশার নূরু: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শেষ পর্যন্ত বিদেশে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নতুন করে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। খালেদা জিয়া দেশের বাইরে গেলে তাকেও যে বিদেশে যেতে হতে পারে এবং দেশে ফেরার ক্ষেত্রে আবারও জটিলতা দেখা দিতে পারে– এ দুর্ভাবনা পেয়ে বসেছে হাসিনাকে। আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের কেউ কেউ দলীয় সভানেত্রীর এ দুশ্চিন্তার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।
জানা গেছে, গত ৭ মে আওয়ামী লীগ ..পৃ..৬

খালেদা জিয়া আজ কাল পরশু বিদেশ যেতে পারেন

হঠাৎ অসুস্থ কোকোকে সিঙ্গাপুর নেওয়ার প্রস্তুতি:

কোকোকে নিয়ে সিঙ্গাপুর যাননি খালেদা
ঢাকা, মে ১৪: সব প্রস্তুতি সত্বেও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে সোমবার রাতে সিঙ্গাপুর যাননি খালেদা জিয়া।
সোমবার রাতে বিএনপির মুখপাত্র নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, চিকিৎসার জন্য দলীয় নেত্রীর সিঙ্গাপুর যাওয়ার কথা ছিল। তবে তা বাতিল করা হয়েছে।
বিদেশ যেতে খালেদা জিয়ার ওপর কোনো চাপ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান, সে রকম কিছু নেই বলেই তিনি মনে করেন।
দলের সহ দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স সোমবার রাত সাড়ে ৯টায় ..পৃ..৬

ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজ মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য লড়বেন

ডেস্ক রিপোর্ট
নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজ মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য লড়বেন। সিনেটের অর্থ কমিটিতে তিনি বাংলাদেশী পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত বিলের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের আশাবাদ, ড. ইউনূসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশের পক্ষে এ বিল পাস হবে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি অনেক বেড়ে যাবে। ব্যক্তিগত কাজ বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত সশরীরে সিনেট অর্থ কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য তুলে ধরতে সম্মত হওয়ায় বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ নেতৃবৃন্দ ড. ইউনূসের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
জানা যায়, আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের কোটা ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের বিষয়ে আনীত বিলের ওপর ড. ইউনূস এর আগেও বক্তব্য দিয়েছেন। তখন তিনি গিয়েছিলেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের অনুরোধে। এবার সিনেট কমিটিতে শুনানির জন্য নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. ইউনূসকে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তুতি নেয়ার জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে অধ্যাপক ইউনূসকে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় নিয়োজিত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ..পৃ..৭

লস এঞ্জেলেসের বই মেলা

জাহান হাসান

প্রতি বছরের মতো এবারো ন্যাশনাল লাইব্রেরী সপ্তাহের (এপ্রিল ১৫-২১) পরের উইকেন্ডে (এপ্রিল ২৮-২৯) ওয়েস্টউড ইউসিএলএ-র মেইন ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো লিটারারী ইভেন্ট ''ফেস্টিভ্যাল অব বুকস''। গত ২৮-২৯ এপ্রিলের এই বইমেলায় প্রায় ১৩০ হাজার সাহিত্যানুরাগী, শিশু-কিশোর, ছাত্র, সাধারণ মানুষের পদভারে মুখরিত ছিলো। এই বই মেলায় প্রায় ৪০০ জন লেখকসহ ৩০০টি বুথের বিশাল মেলায় ৬টি আউটডোর স্টেজ ছিলো এবং বইয়ের উপর ক্রমাগত আলোচনা চলছিলো ৯৭টি অথার প্যানেলে । শিশুদের জন্য ছিলো ২টি বিশেষ এরিয়া যেখানে শিশুদের বই ছাড়াও গল্প বলার আসর ও অন্যান্য খেলাধূলার আয়োজন। বিভিন্ন স্টেজে চলছিলো আলোচনা, আবৃত্তি ও ব্যান্ডদের পরিবেশনা। তাছাড়া আরেকটি বিশেষ স্টেজে চলছিলো লাইভ কুকিং শো। জম জমাট এই বইমেলায় বাংলা স্কুল থেকে একটি দল অংশগ্রহণ করে।
বই মেলার প্রবেশ পথে ছিলো কয়েকটি বুশ বিরোধী স্টল যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরণের বই, লিফলেট বিতরণ করছিলো। এমপিএসি (MPAC মুসলিম পাবলিক এ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল) বুথে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছিলো। ইসলামিক ফ্রী থিংকার ডঃ মাহের হাতুতের বই ''ইন পারসুট অব জাস্টিস ঃ দি জুরিসপ্রুডেন্স অব হিউম্যান রাইটস ইন ইসলাম'' বইটি ভালো বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও তাঁর লেখা ''জিহাদ ভার্সেস টেরোরিজম'' বইয়ের প্রতি সাধারণ দর্শকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া আহমেদ ইউনূসের বই ''আমেরিকান মুসলিমস ঃ স্পীক দ্যা ট্রুথ'' নিয়ে ইয়ুথ জেনারেশনদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এমপিএসি-এর হবিবা হাসান একুশ-কে জানান, মিডিয়াতে যেভাবে ইসলামকে প্রমোট করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে কথা বলা উচিত।
অন্য আর একজন লেখকের সাথে একুশ-এর আলোচনা হয়। গুয়ান্তানামো বে -র একজন প্রাক্তন মুসলিস চ্যাপলিন জেমস ই। গুয়ান্তানামো বে-তে একমাত্র মুসলিম চ্যাপলিন হিসাবে কর্মরত অবস্থায় ২০০৩ সালে তাকে চায়নিজ তালিবান অপবাদ নিয়ে ইউএসএ-তে ফেরত আসতে হয় এবং মুসলিম বন্দীদের উপর দুঃসহ আচরণের নিন্দা করতে গিয়ে তাকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখী হতে হয়। পরে তার উপর আনীত সকল চার্জ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তার লেখা 'ফর গড এ্যান্ড কান্ট্রি: ফেইথ এ্যান্ড প্যাট্রিওটিসম আন্ডারফায়ার' বইটিতে সেই সত্যগুলো তুলে ধরেন এবং বইটি বেস্ট সেলার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। তিনি বলেন, গুয়ান্তানামো বে-তে যে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সকলেরই সোচ্চার হওয়া উচিত। ৯/১১ এর পর এদেশে প্রচন্ডভাবে ইসলামোফোবিয়া (ইসলাম আতংক) শুরু হয়েছে। মিডিয়ার প্রচারনাই এই জন্যে দায়ী। ইসলামের শান্তি, সম্প্রীতি সম্বন্ধে আমেরিকার সাধারণ জনগণের সহিত আমাদের সরাসরি কথা বলার দরকার বলে তিনি মনে করেন। আমাদেরকে এখানে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে সবাইকে বলতে হবে -আমরা

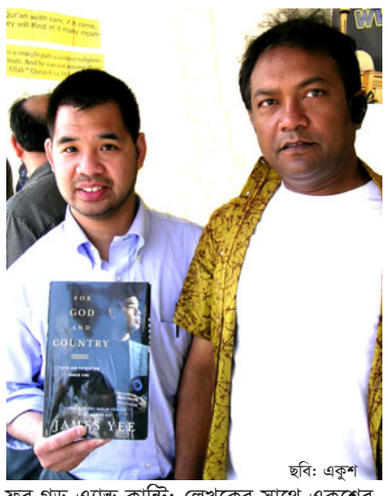

ছবি: একুশ
ফর গড এ্যান্ড কান্ট্রি: লেখকের সাথে একুশের পাবলিশার ও প্রধান সম্পাদক জাহান হাসান

কে, কোথা থেকে এসেছি এবং আমরা কোন সূত্রে তাদের সাথে গ্রোথিত হতে পারি। তিনি একুশ-কে এই বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করার অনুমতি দিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়াতে এই বইটি স্থানীয় ভাষায় অনুদিত হয়ে বেস্ট সেলারে পরিণত হয়েছে। পৃ..৭

লোক চক্ষুর আড়ালে অসংখ্য নির্দোষ মানুষকে অনির্দিষ্টকাল বন্দী করে রাখা এবং গুয়ান্তানামো বে ও অন্যত্র বন্দী শিবিরগুলোতে নির্মম নির্যাতনপন্থার মাধ্যমে আরব ও মুসলিম বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সংস্কারের বুলি উচ্চারণ করলে তা বড়ই বেমানান হয়ে ওঠে। আরও তথ্যসহ ..পৃ...৬

লসএঞ্জেলেসে বাংলা উৎসব-এর মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ বছর বইমেলার ১৬ বছরে আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব হচ্ছে লস এঞ্জেলেসে। দুই বাংলার প্রবাসীদের সমন্বয়ে আগামী ২৬ ও ২৭ জুন, ২০০৭ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। দুদিনব্যাপী বাংলা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ফেয়ার ফ্যাক্স হাই। গত ২৯ এপ্রিল, ২০০৭ এ উপলক্ষে উৎসবের আয়োজকবৃন্দ বাংলাদেশ সেন্টারে এক মতবিনিময় ও সংবাদ সম্মেলন করে। উক্ত মতবিনিময়ে স্থানীয় দুদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। লসএঞ্জেলেসের বাংলা উৎসবে উপস্থিত আহ্বায়ক ড. রফিকুজ্জামানকে সভাপতি করে মতবিনিময়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিল এজাজ। শুরুতেই মঞ্চে উপবিষ্ট হন আলোকিত মানুষ ড. রফিকুজ্জামান, নাট্য ব্যক্তিত্ব রবিন পোদ্দার ..পৃ..২

ছবি: একুশ
বাংলা বাংলা উৎসবের প্রধান রূপকার বিশ্বজিৎ সাহা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউয়র্ক–এ মে দিবসের প্রতিবাদ সভায় হাজার মানুষের ঢল নেমেছিলো। ছবি: একুশ

শিয়া-সুন্নী একতা সৃষ্টিতে আমেরিকান মুসলিমদের নিউ কোড অব ইউনিটি

একুশ ডেস্ক
ইরাকের শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ যতো গভীর হচ্ছে, ততোই সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তির ধারা তিক্ততা থেকে শত্রুতায় পরিণত হচ্ছে। এমনকি এক পরিস্থিতি ক্যালিফোর্নিয়ার পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার মুসলিম সংগঠক ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টায় আশার বার্তা হিসাবে নিউ কোড অব ইউনিটি প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হাতে নিয়েছে।
পরিচালিত নেতৃবৃন্দ মনে করেন, জাতীয় ভিত্তিকভাবে একই বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে বোধগম্যতা ও বিভিন্ন গোত্র ...পৃ...8

সুবুদঃ আত্মার ব্যায়াম

কাজী মশহুরুল হুদা

প্রত্যেকেই জিমনেশিয়ামে যান এক্সারসাইজ করতে। কারণ, তাদে দৈহিক স্বাস্থ্য সবল হয়। সুস্থ থাকে, দেহ সুস্থ থাকলে মন প্রফুল্ল হয়। ইমিউন সিস্টেম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রোগশোক থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ দৈহিক ব্যায়াম মানুষের দেহকে শক্ত, সবল ও সুস্বাস্থ্যবান তৈরি করে। মানব স্বত্ত্বা দেহ, মন ও আত্মার সংমিশ্রনের অবয়ব। প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। দেহ যদি ভালো না থাকে তাহলে মন ভালো থাকে না। মন যদি নিয়ন্ত্রিত না থাকে...পৃ...৪

একুশ এখন আন্তর্জাতিক বন্ধনের প্রতীক

ইসমাইল হোসেন

আমার জন্ম পাড়াগাঁয়ে। সেখানকার নদী, পাখি, মাঝি আর কৃষকের বাহাদুরি দেখার মতো। যারা ধান বোনে আর ঝড়োহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কথা বলে তাদের হৃদয়ের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই। সেই শৈশবে খালি পায়ে পাঠশালা যাওয়ার পথে একদিন শুনতে পেলাম ভাষা শহীদদের আত্মদানের কথা। স্কুলে মাঠে এক যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটে যাওয়া ৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা বিবৃত করছেন এমন সরল ও সাবলীল ভাষায় যে, ...পৃ..৪

লসএঞ্জেলেসে শতবর্ষের গান

অধ্যাপিকা হামিদা আখতার

২১ এপ্রিল সন্ধ্যাটি ছিল অন্য দশটি সন্ধ্যা থেকে আলাদা। সুরের মূর্চ্ছনায় আচড়ে পড়ছিল বেভার-লি হিল স্কুলের অডিটরিয়াম। আয়োজন ছিল শতবর্ষের গান। স্বাগত বক্তব্যের পরপর মঞ্চে আসলেন স্বাধীন বেতার কেন্দ্রে অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীদ্বয় কাদেরি কিবরিয়া ও শাহীন সামাদ। কাদেরি কিবরিয়া একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। তিনি ব্রাহ্মা-গীতি দিয়ে শুরু করেন। পূজা, প্রকৃতি প্রেম পর্যায়ে বিশেষ থিম নিয়ে ..পৃ..৮

বাংলা বর্ষবরণ ঃ উৎসব, আনন্দ, সুখ

মমতাজ শহীদ

বাংলা বর্ষবরণ বাঙালিদের জীবনে এক সীমাহীন অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি। আমরা যারা সাহিত্যের অঙ্গনে একটা আত্মিক যোগাযোগের মাঝে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছি, রক্তের সম্পর্কের মতো তেমনি বাংলা বর্ষবরণ যেনো প্রত্যেকটি বাঙালির রক্তের শিরা উপশিরায় প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয়, 'আমার বাঙালি, আমাদের গর্ব করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে'। আমাদের, সাহিত্য, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্পকলার একটা নিজস্ব স্থান রয়েছে। ..পৃ..৩

শতবর্ষের গানের অনুষ্ঠান এবং ফেরদৌসী রহমান ..পৃ ২

সমান্তরাল

প্রতিদিনকার প্রাসঙ্গিক ভাবনার গল্প

মুকতাদীর চৌধুরী তরুন

॥এক॥
দিনের শেষে ভ্যালি ফর্জের দূরের হরিত বনটির ওপর দিয়ে সূর্যটা বিদায় নিলো। ধূসর গোধুলির পর সন্ধ্যা নামলো। অফিস থেকে ফিরে এসে এই শান্ত সমাহিত দৃশ্যটা অভিকের খুব ভালো লাগে। মানুষের জীবন দৃশ্যটাও এমনি। পূজা, প্রকৃতি ও প্রেমের বিশাল চারশ ভূমিতে মানুষের জীবন চর্চা। আর জীবন চর্চায় রয়েছে ভিন্ন মাত্রার সব আনন্দ-বেদনার সুর। ছেড়া ছেড়া কাগজে সেই সব লেখা যায়। আসলে এগুলো সব অভিকের এলেমেলো নিজস্ব ভাবনার কথা। ..পৃ..৫

আক্কেল গুরুম

নিয়মিত কলাম

মামুন রিয়াজী

২১ বছর পর
২১শের মাধ্যমে
১২.২১ মিনিটে
যোগসূত্রঃ
৫.৪.০৭
আমি আমার গ্যালারিতে বসে একুশের জন্য কার্টুন আঁকছিলাম, এমন সময়, আনুমানিক ১২.২১ মিনিটে আমার টেলিফোনটা বেজে উঠলো। পিকাপ করলাম ফোন,
– আর্ট গ্যালারি 'ক্যান আই হেল্প ইউ'?
– মে আই ইসপিকিং মামুন প্লিজ? ...পৃ..৫

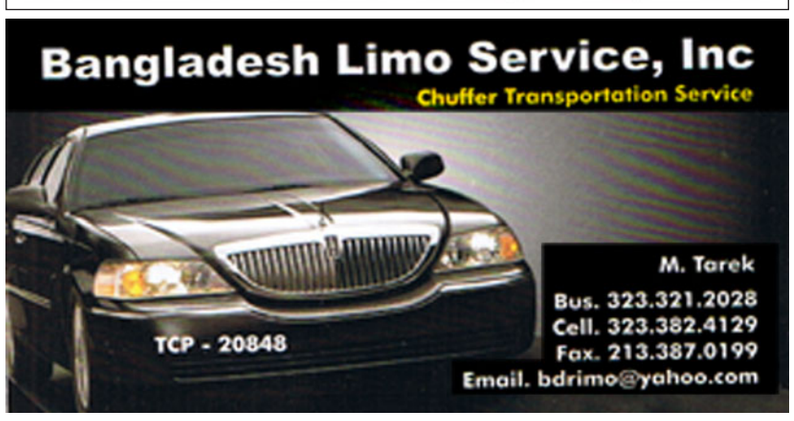

লস এঞ্জেলেসে আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব ২০০৭ পৃ..৮

কর্মজীবীদের এইচওয়ানবি স্ট্যাটাস পরিবর্তন অথবা এইচওয়ানবি বর্ধিতকর পৃ..৭

স্বদেশ সংবাদ – হাইলাইটস পৃ..৬